দৈনিক খবর

তারিখ ... 31 OCT 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

৩১

সরকারের অভ্যন্তরে তীব্র মতভেদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ বিলম্বিত হতে পারে

● কাজী আবদুল হান্নান ● ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ প্রশ্নে সরকারের অভ্যন্তরে তীব্র মতভেদ চলছে। ডঃ এমাজ উদ্দিন আহমেদের নাম প্রায় চূড়ান্ত করার পর মতভেদের কারণে জটিলতা দেখা দিয়েছে। মতপার্থক্য নিরসনে নিয়োগদান বিলম্বিত হতে পারে বলে নির্ভরযোগ্য একটি সূত্রে আভাস পাওয়াগেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞাকে সম্প্রতি সেনেগালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নিয়োগের প্রস্তাব দেয়া হয়। তিনি এই নিয়োগ গ্রহণে সম্মতি প্রদানের পর নতুন ভিসি নিয়োগ নিয়ে সরকারী দলের অভ্যন্তরে বহমুখী লবিং শুরু হয়। ইতিমধ্যে প্রবীণ অধ্যাপক ডঃ এমাজউদ্দিন আহমদকে ভিসি নিয়োগের প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত করা হলেও সরকারী দলের একটি প্রভাবশালী অংশ এর বিরোধিতা করছেন। ডঃ এমাজউদ্দিনের পক্ষেও সরকারের নীতি নির্ধারক পর্যায়ের কয়েকজন মন্ত্রী বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাদের মতে, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এবং জেনারেল জিয়ার রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিত্তিক বুদ্ধিজীবী হিসেবে ডঃ এমাজউদ্দিন

৭–এর পাতায় দেখুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইতিমধ্যে যথেষ্ট প্রজ্ঞার স্বাক্ষর রেখেছেন। টেলিভিশন, সভা–সেমিনার ছাড়াও পত্র–পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে তিনি জাতীয়তাবাদী চেতনা সমৃদ্ধ বুদ্ধিজীবী হিসেবে স্বনামখ্যাত।

এ পর্যায়ে সরকারের অপর একটি অংশ এই বাছাইয়ের বিরোধিতা করে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়কে পুনর্মূল্যায়নের অনুরোধ জানিয়েছেন। তারা ডঃ এমাজউদ্দিনের 'এরশাদ কানেকশন'কে বিশেষ গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। সাবেক সরকারের শাসনামলে এরশাদের প্রশস্তি সম্বলিত ডঃ এমাজ উদ্দিনের বিভিন্ন লেখার উদ্ধৃতিসহ ১৯৮৬'র নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করায় বিএনপি'র সমালোচনামূলক প্রবন্ধকে তারা এক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। তাদের মতে, এরশাদকে 'কবি' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সৈয়দ আলী আহসানর ভূমিকাকে অস্বীকার না করা হলে 'প্রাজ্ঞ রাজনীতিক এবং চিন্তাবিদ' হিসেবে এরশাদকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে ডঃ এমাজউদ্দিনের প্রচেষ্টা ছিল– একথাও অস্বীকারের উপায় নেই।

একই সাথে ডঃ এমাজউদ্দিন উপ–উপাচার্য হিসেবে এরশাদ কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে নিজের অনুষদে ডীন নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার নজির উল্লেখ করে সরকার অভ্যন্তরের সংশ্লিষ্ট মহলটি অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি পদে অপেক্ষাকৃত কম বিতর্কিত কাউকে নিয়োগ না করলে বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ সরকারের পক্ষে কঠিনহবে।

অপরদিকে ডঃ এমাজউদ্দিনের সুপারিশকারী সরকারের নীতি নির্ধারক পর্যায়ের কয়েকজন মন্ত্রী বিষয়টিকে বর্তমানে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। দলের অভ্যন্তরীণ উপদলীয় অবস্থান থেকে প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হচ্ছে বলে তারা মনে করছেন। এ ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তনকে মেনে নিতে তারা আগ্রহী নন বলেও প্রকারান্তরে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

এ উদ্দেশ্যে সরকারের এই অংশটি এরশাদের 'দি মেকিং অব এ ডেমোক্রটিক নেশন' নামের পুস্তিকার আলোচনা হিবে ১৯৮৯ সালের শেষ দিকে 'বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি' নামের সরকারী প্রকাশনায় প্রকাশিত এমাজউদ্দিন আহমেদের রচনাকে তুলে ধরেছেন। এরশাদ রচিত পুস্তিকার 'প্রশস্তি' হিসেবে ডঃ এমাজ উদ্দিন তার আলোচনা নিবন্ধে পুস্তিকাটিকে 'একটি বড় কাজ' হিসেবে চিহ্নিত করে 'জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদকে বিশ্লেষণ করেছিলেন। এতে 'সৈনিক থেকে রাজনীতিক' হিসেবে এরশাদকে মূল্যায়ন করা হয়েছিল। তা'ছাড়াও 'ব্যক্তিগত চমৎকারিত্ব' এবং 'ধার্মিকতা' সম্পন্ন এই জেনারেল তার 'সম্মোহনী' শক্তির সাহায্যে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হবেন বলেও আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছিল। এরশাদের প্রশস্তি রচনায় শেখ মুজিব এবং জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক মতাদর্শ ও কর্মকান্ডকে নাকচ করে গণতান্ত্রিক জাতি গঠনে এরশাদের মতাদর্শ সম্বলিত পুস্তিকাটির বক্তব্যকে ডঃ এমাজ উদ্দিন 'সঠিক' বলে উল্লেখ করেছিলেন। যা তৎকালে বুদ্ধিজীবী মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। বর্তমান সরকারের এমাজউদ্দিন বিরোধী অংশটি ১৯৮৬ সালের মে মাসে ঢাকা কুরিয়ারে প্রকাশিত ডঃ এমাজউদ্দিনের লেখা একটি প্রবন্ধকেও ব্যবহার করছেন বলে জানা গেছে। বিএনপি'র '৮৬ নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্তকে সমালোচনা করে তিনি লিখেছিলেন, নির্বাচনে অংশ না নিয়ে বিএনপি ও তার সহযোগীরা ভুল করেছে। জনসাধারণের মধ্যে তারা তাদের বেশ কিছুটা ভিত্তি হারিয়েছে।